লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের নয় দশক

সন্দীপ দত্ত

বাংলা ভাষায় লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন শু হয়েছিল এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। যখন ভারতবর্ষ, প্রবাসী-র মতো ঢ াউস বিজ্ঞাপনবহুল চিত্ররঞ্জিত বাণিজ্যিক সাহিত্য পত্রিকাগুলি বেরোচ্ছিল, সেসময় ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরি প্রকাশ করলেন একেবারেই অন্যতর পত্রিকা। সাধুভাষার বিদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হল তণ প্রমথ চৌধুরির সবুজপত্র - এ কোনো অ াপোস নয়। ফর্মাবিরল চিত্রবর্জিত বিজ্ঞাপন রহিত, মন ও মননে সমৃদ্ধ অন্যধারার কাগজ সবুজপত্র গতানুগতিকার বিদ্ধে বিদ্রোহকে স্পষ্ট করল। নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও তাণ্যের দীপ্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল সবুজপত্র। জড়ত্ব বন্ধ্যাত্বর বিদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সবুজপত্র পত্রিকার মতই বাংলা ইউরোপে আমেরিকায় সেই সময় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশ পেয়েছিল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বিদেশি লিট্‌ল ম্যাগাজিন লিট্‌ল রিভিউ (১৯৪১), পোয়েট্রি ঃ ইগোইস্ট (১৯১৪), ব্লাস্ট(১৯১৪)।

সবুজপত্র যখন প্রকাশ পেয়েছিল তখন প্রথম ঝিযুদ্ধ চলছে (১৯১৪ -১৯১৮)। ইউরোপের যে পালাবদল ঘটল তার প্রভ াব যদিও আমাদের সাহিত্য - সংস্কৃতি কিংবা জীবনযাত্রায় পড়ল না কিন্তু ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সম াজতান্ত্রিক বিপ্লব, সোভিয়েত গঠন আলোড়িত করল পৃথিবীর ইতিহাসকে। সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পদ ার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তার বীজ প্রসারিত হল। নতুন জীবন দর্শন গড়ে উঠল। এই যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সবুজপত্র -এ, তারই পথ বেয়ে অন্যধারায় প্রকাশ পেল কল্লোল (১৯২৩)। কল্লোল সবুজপত্রের মেধামননের জায়গায় না গিয়ে কল্লোলিত করল বোধে। চিরাচরিত মূল্যবোধকে আঘাত দিল। সম াজে-সাহিত্যেশ্লীলতা-শ্লীলতা নিয়ে যে তর্ক উঠেছিল তার উত্তর যেন দিতে চাইল কল্লোল ; নবযুগের চেতনাকেই প্রশ্রয় দিয়েছিল সেদিন দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায়। যারা ছিল সাহিত্যে ব্রাত্য, অচ্ছুৎ তারা স্থান পেল কল্লোলের পাতায়। কল্লোল বাংলা সাহিত্যে অনেক কিছু দিলেও তৎকালীন নানা লেখকের ভিড়ে হারিয়ে যেতেও দেরি করেনি। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন সংহতি (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬) ও প্রগতি (১৯২৭)। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে যে দ্বন্দ্বগুলো চলছিল সেগুলি হল রবীন্দ্রানুসারী ও রবীন্দ্রবিরোধী, প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল, সংস্ক ারপন্থী ও সংস্কার বিরোধী। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যেও এর স্পর্শ ছিল স্বাভাবিকভাবেই।

কল্লোল -এর শেষ ১৯৩০ -এ। ৩০ -এর দশকের গোড়ায় ১৯৩১ -এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় পরিচয় পত্রিকা। অনেকটা সবুজপত্রর উত্তরাধিকার নিয়ে জন্ম পরিচয় -এর। মননশীলতার চর্চায় বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে পরিচয় -এর আবির্ভাব গুত্বপূর্ণ। পরিচয়ের নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী গড়ে তোলা হল। যুক্তি ও চিন্তায় চর্চায় পরিচয় অন্যপরিচয় নিয়ে এল বাংলা সাহিত্যে। পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার বাহন হয়ে উঠল পরিচয়। বিদেশি ও দেশি গুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল পরিচয় পত্রিকা। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা নানান বিষয়ভাবনাকে গুত্বপূর্ণভাবে প্রকাশ পেতে দেখলাম এই পত্রিকায়। দশ বছর পর্যন্ত পত্রিকাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নিজস্ব ভাবনা - চিন্তাবোধে চালিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে পরিচয় প্রকারান্তরে পার্টির আয়ত্বে চলে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা ইন্টারন্যাশনাল স্বত্ব কিনে নিল। আজও পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা, অবশ্য পরিচয় কখনোই পার্টিগত পত্রিকা নয় যথার্থ অর্থেই সা হিত্য পত্রিকা। আজও পরিচয় প্রকাশ হয়ে চলেছে ৬৭ বর্ষে পা রেখে। এই সময় আরও যেসব ছোট কাগজ প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি হল বঙ্গলক্ষ্মী, নবযুগ, আত্মশক্তি, ধূমকেতু, নাচঘর, জয়শ্রী ও বঙ্গশ্রী।

পূর্বাশা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন। ত্রিপুরার এক ছোট শহরে ছোট চায়ের দোকানে অজয় ভট্ট াচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১০০ টাকা দিয়ে সেই পান্ডুলিপি লেখকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ছেপেছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত,

চিত্রকলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস নানা বিষয়ে আলোচনা থাকত পূর্বাশার পাতায়। বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে গুত্বপূর্ণ পূর্বাশা। পূর্বাশার পর উল্লেখযোগ্য ছোটকাগজ বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত শতাব্দী ও সুভোঠাকুর সম্পাদিত ভবিষ্যত। দুটি কাগজই প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

১৯৫৩ সালে বেরোল বাংলা সাহিত্যের গুত্বপূর্ণ লিট্‌ল ম্যাগাজিন কবিতা বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়। কবিতা নামক বিষয়টি সাহিত্যের খুব গুত্বহীন জায়গায় ছিল। বড় পত্রিকায় কোনো গল্প বা উপন্যাসের শেষে পাদপূরন হিসাবে ছিল কবিতার স্থান। পাঁচমিশেলি লেখার ভিড়ে কবিতা যেত হারিয়ে। এরই প্রতিবাদে বেরোল শুধু কবিতার কাগজ কবিতা। সম্পাদক হিসেবে প্রথমে যুত্ত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন। পরে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদনার ভার নিজে নেন। কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের কবিতা বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা নিয়ে এল।

১৯৩৮-এ প্রকাশ পেল চতুরঙ্গ পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু ও হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে পরে মাসিকে রূপান্তরিত হয়। আর্থ সামাজিক নানামুখী আলোচনা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বৈদেশিক ও এদেশীয় সাহিত্য প্রকাশ (অনুবাদ) ও প্রচার, সংস্কৃতির নানা দিকভাবনা, বিতর্ক, সমালোচনা পত্রিকাটিকে বিশেষ গুত্বপূর্ণ ভুমিকা দিয়েছিল সন্দেহ নেই। আজ পত্রিকাটি ৫৭ বছরে পা রেখেছে। তবে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নির্দিষ্ট চরিত্র এখন আর এখানে পাওয়া যায় না।

৪০-এর দশকের প্রথম অর্ধ তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল (১৯৩৯ - ১৯৪৫)। ফ্যাসিস্ট শত্তির পরাজয় ঘটল যুদ্ধ অবসানের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের প্রভাব পড়ল জীবনে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ঘটল ভয়ঙ্কর পালাবদল। যুদ্ধ বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দুনীর্তি, কালোবাজারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু আগমন এইসব নিয়ে গোটা চল্লিশের দশক (১৯৪০ - ১৯৪৯)। বামপন্থী ভাবনার প্রতিফলন ঘটল এ সময়ে প্রকাশিত বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। এই দশকের উল্লেখযোগ্য কাগজ অরণি (১৯৪০), সমসাময়িক (১৯৪০), গল্পভারতী (১৯৪৫), অগ্রণী (১৯৪৭), দ্বন্দ্ব (১৯৪৭), ত্রান্তি (১৯৪৭), বর্তমান (১৯৪৭), উত্তরসুরী (১৯৪৭)। ১৯৪০ -এ সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকাশ করলেন নিত্ত। শুদ্ধসত্ত্ব ১৯৪১ সালে প্রকাশ করলেন একক কবিতার লিট্‌ল ম্যাগাজিন। বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু কবিতার পত্রিকা ৫৭ বছর ধরে আজও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। রমাপদ চৌধুরী ১৯৪৮ সালে গল্পের পত্রিকা ইদানীং প্রকাশ করেন। এই সময়ের আর একটি ছোটকাগজ প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত পাহারা। ১৯৪৯ সালে উল্লেখযোগ্য দুটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু কবিতার পত্রিকা ৫৭ বছর ধরে আজও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। রমাপদ চৌধুরী ১৯৪৮ গল্পের পত্রিকা ইদানীং প্রকাশ করেন। এই সময়ের আর একটি ছোটকাগজ প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গৌরাঙ্গপ্রসাদ চত্রবর্তী ও সুনীল পাল রায় সম্পাদিত চতুষ্কোণ ৪৯ বছর ধরে আজও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে মূল সম্পাদক আজ জীবিত নেই।

৫০- এর দশকে অনেক পত্রিকার আবির্ভাব - মৃত্যু ঘটেছে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, তণ মিত্র, আলোক সরকার সম্পাদিত শতভিষা পত্রিকাটি পরবর্তীকালে বিভিন্নজন সম্পাদনা করেছেন।
মৃণাল দত্ত ১৯৮৮ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পরীক্ষা - নিরীক্ষামূলক কবিতা ও প্রবন্ধে দীপ্তমান শতভিষা। এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য লিট্‌ল ম্যাজিন কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন আনন্দ বাগচি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক মজুমদার। তণতম কবিদের কবিতাপত্র কৃত্তিবাস টাটকা কবিতা ছাপত তণদের, প্রবীণদের প্রবন্ধ। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় পাওয়া গেল বেশ কিছু শত্তিমান কবিকে। এই পর্বে কৃত্তিবাস ৭০ -এ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছিল। পরবর্তী কৃত্তিবাস -এ ছিল বাণিজ্যের গন্ধ।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সীমান্ত (১৯৫৩), ময়ুখ (১৯৫৩), অনুত্ত (১৯৫৫) ও কবিপত্র (১৯৫৭)। প্রথমোত্ত পত্রিকাটি পরবর্তীকালে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ অন্যভাবে প্রকাশিত কিছুদিন আগে নতুন করে বেরোলেও তাও বন্ধ হয়ে গেছে। জীবনানন্দ চর্চায় ময়ুখ প্রয়োজনীয় দলিল। অনুত্ত ৭০-এ দশকের শেষভাগে বন্ধ হয়ে গেছে। মননশীল সমৃদ্ধ কাগজ কবিপত্র ৪০ বছর পেরোতে চলেছে। এখন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ৮০-র দশকের শুতে থার্ড লিটারেচার আন্দোলন শু করেন এঁরা। বর্তমানে পত্রিকাটির নাম কবিপত্র প্রকাশ। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রঙ্গব্যঙ্গের কাগজ যষ্টিমধু। ৪০ বছরের ওপর পত্রিকাটি বের হয়েছে নিয়মিত। সম্পাদক ছিলেন কুমারেশ ঘোষ। সম্পাদকের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি স্বাভাবিক কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

৬০-এর দশক খাদ্য আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির দুভাগ হওয়া, কমিউনিস্ট পার্টির প্রশাসনে অংশগ্রহণ, নকশাল বাড়ির আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনায় উত্তাল। এই দশকের গোড়ায় আছে খাদ্য আন্দোলন, শেষ হচ্ছে বৈপ্লবিক গণ - অভ্যুত্থানে সি পি আই (এম এল) দলের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা।
প্রকৃতপক্ষে বাংলা লিট্ল ম্যাগাজিনের জোয়ারকাল ৬০-এর দশক। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য লিট্ল ম্যাগাজিন ---উচ্চারণ (১৯৬০), দর্শক (১৯৬০), ধ্রুপদী (১৯৬০), অস্বোষা (১৯৬৪), নন্দন (১৯৬৩), অনীক (১৯৬৪), গঙ্গোত্রী (১৯৬১), উত্তরকাল (১৯৬২), পদক্ষেপ (১৯৬০), আধুনিক কবিতা (১৯৬০) উত্তরণ (১৯৬২), বত্তার (১৯৬৬), অনুষ্টুপ (১৯৬৬), অঙ্গার (১৯৬৫), অন্যরূপ রূপান্তর (১৯৬৬), ইশারা (১৯৬৬), নান্দীমুখ (১৯৬৬), বাংলা কবিতা (১৯৬৪), এষা (১৯৬৬), কবিতা পরিচয় (১৯৬৬), শ্রুতি (১৯৬৫), অন্যদিন (১৯৬৯), অভিযান (১৯৬৭) প্রভৃতি অসংখ্য লিট্ল ম্যাগাজিন।

১৯৬৬ সাল নাগাদ হঠাৎ বিচিত্র ধরনের কাগজ বেরোতে থাকে---কবিতা দৈনিক, কবিতা ঘন্টিকী, কবিতা পাক্ষিক, কবিতা টেলিগ্রাফ, শতবার্ষিক কবিতা প্রভৃতি----অনেকটাই হজুগের মতো। এর মধ্যে কবিতা সাপ্তাহিকী (শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত) ও বিমল রায়চৌধুরি সম্পাদিত দৈনিক কবিতার আয়ুষ্কাল একটু বেশি হয়েছিল। শেষোত্ত পত্রিকাটি বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছিল।

এই দশকে তিনটি সাহিত্য আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মলয় রায় চৌধুরি ১৯৬২ সালে হাংরি জেনারেশন বুলেটিনের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাই ছিল এর মূল সুর। ক্ষুধার্ত, জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতি নানান পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে হাংরি আন্দোলন অব্যাহত থাকে। মনে হতে পারে আত্মভাবনাগত যৌনতামুখী হাংরিভাবনা সমকালের বিপরীতে হেঁটেছে --- সত্যি কি তাই। বরং প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতার বিদ্ধে জোরালো ধাক্কা দিল হাংরিরাই।

১৯৬২ সালে রমানাথ রায়ের সম্পাদনায় এই দশক বুলেটিন প্রকাশ পেয়েছিল। শাস্ত্র বিরোধিতা আন্দোলন শু হল এর মধ্য দিয়ে। তখন এই দশক -এ কবিতা গল্প উভয়ই প্রকাশ পেত। ১৯৬৫ সালে এই পত্রিকায় যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁরা প্রকাশ করেন শ্রুতি। গল্পকাররা ১৯৬৬ সালে এই দশক নামে শুধু গল্পের পত্রিকা প্রকাশ করেন। শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের দশ বিধি প্রচার করলেন রমানাথ রায়। শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমূল উৎখাত করাই ছিল শাস্ত্রবিরোধিতার অন্যতম যুক্তি। ১৯৬৬ সালে ধবংসকালীন কবিতা আন্দোলনের শু হয় । ১৯৬৯ -এ শু হয় প্রকল্পনা, সর্বাঙ্গীন কবিতা আন্দোলন। বর্তিকা, কৃশানু, আধুনিক কবিতা, আশাবরী, সমতট প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য লিট্ল ম্যাগাজিন।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৯ এই কালসীমায় আগেই বলেছি বহু লিট্ল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। শুধুমাত্র শহরে নয় গ্রামবাংলা, সুদূর মফস্বল জুড়ে অজস্র পত্র - পত্রিকা। এই দশকের শু রাজনৈতিক অস্থিরতায়, সি পি আই এম এল - এর রাজনৈতিক

সংগ্রাম, প্রথম যুক্তফ্রন্টের পতন, কংগ্রেসের অভ্যুদয় ও শেষদিকে বামফ্রন্টের নেতৃত্বের শু। এই দশকেই এমারজেন্সির ন ামে সেনসরশিপ চালু হয়েছিল পত্র - পত্রিকায় -- অন্য মিডিয়ায় (১৯৭৫)।

এসময় জনজীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট বেড়ে গেল। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে আরাম্ভ করল। কাগজ ছাপাখানা সব কিছু দামই এ সময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকটা বেড়ে গেল। এই অবস্থায় পত্রিকা প্রকাশ করাও সঙ্গীন হয় পড়ল। সত্তরের গোড়ায় পত্র - পত্রিকাগুলি ভরে যেতে লাগল অজস্র মিনি পত্রিকায়। ছোট ৪ ইঞ্চি x ৩ ইঞ্চি বা ওইরকম নানা সাইজের মিনির স্রোতের মধ্যে সিরিয়াস পত্র - পত্রিকাও বেরোতে থাকল। বিজ্ঞাপনপর্ব, পদক্ষেপ, সাম্প্রতিক, আগামীক াল এবং পূর্বমেঘ, নক্ষত্রের রোদ, আণৃন্য, প্রতিভা, কলকাতা, অভিযাত্রিক, নহবৎ, নির্বেদ, কণ্ঠস্বর, বেলা অবেলা, সত্তরের কবিতা, আমাদের শিল্পসাহিত্য, কালিমাটি, মাঝি, অগ্নিরেখা, প্রস্তুতিপর্ব, নতুন কবিতা, ধান সিঁড়ি, শিলীন্ধ্র, ধবনিতরঙ্গ, নিষাদ, কৌরব, প্রবাহ, মহাপৃথিবী, রাজধানী, মহারাজা, এবং কৌরব, সাহিত্য দর্পণ, সম্প্রতি, সাহিত্যচিন্তা, হীনযান, সময়ানুগ, এবং নৈকট্য, পত্রপুট, স্বদেশ, অধুনা, শিস, সীমান্ত সাহিত্য, ব্লুজ, পুনশ্চ, আন্তর্জাতিক ছোটগল্প, কৌরব গাঙ্গেয়পত্র, একাল, কবিতা সাম্প্রতিক, জিগীষা, প্রত্যয়, স্পন্দন, ম্যানিফেস্টো, অতএব ভাবনা, এরকম অসংখ্য ক াগজ। বেরোল প্রমা, , বিভাব ও গল্পগুচ্ছ। এ তালিকা যে অসম্পূর্ণ তা পাঠকমাত্রই বুঝবেন। কারণ এ সময় বহু পত্রিকা বেরিয়েছে, তার নামতালিকা দিয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। উল্লিখিত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মধ্যে অনেকগুলি আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এগুলি হল নহবৎ, কণ্ঠস্বর, অভিযাত্রিক, ধানসিঁড়ি, কৌরব, মহাপৃথিবী, প্রবাহ, নৈকট্য, শিলীন্ধ্র সাহিত্যদর্পণ, পত্রপুট, শিস, সীমান্ত সাহিত্য, আন্তর্জাতিক ছোটগল্প, কালিমাটি, জিগীষা, স্পন্দন, মাঝি অতএব ভ াবনা, রৌরব, স্বদেশ গল্পগুচ্ছ প্রভৃতি।

৭০ -এর দশকে স্বাভাবিকভাবেই সময়ের স্পর্শচেতনা লিট্‌ল ম্যাগাজিনে উপলব্ধ হল বেশি করে। এই সময়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধও অনেক লেখা হয়। বস্তুবাদী জীবনদর্শন কবিতা - গল্প লক্ষ্য করা যায়। দ্রোণাচার্য ঘোষ, অমিয় চট্টোপ াধ্যায়, তিমিরবরণ সিংহ প্রমুখ কবিরা শহীদ হন। জরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে কলকাতা পত্রিকার রাজনৈতিক সংখ্যা নিষিদ্ধ হয় এবং ওই পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিপ্রিয় দত্ত, লেখক গৌরকিশোর ঘোষ, শম্ভু রক্ষিতের জেল হয়। অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ওপরই সে সময়ে কোপ পড়ে। এই দশকেই কলকাতা পুস্তকমেলা শু হয় (১৯৭৬)। লিট্‌ল ম্যাগা জিনগুলি নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকে এই মেলায়। লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে এদেশে প্রথম লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে ওঠে ১৯৭৮ --এ যার মধ্য দিয়ে পাঠক লিট্‌ল ম্যাগাজিন পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে থাকে।

৮০ -এর দশকে মিডিয়া গ্রাস করল অনেককিছুই। আগে যেখানে মিডিয়া বলতে বোঝাত খবরের কাগজ আর আক াশবাণী। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হল টিভি, ভিডিও ক্যাসেট, হাজারো বিচিত্র অফসেটি পণ্যপত্র এবং পর্ণোপত্রও। মন ও মননের ঘটল বদল। কেরিয়ারিজিম বেড়ে গেল মারাত্মকভাবে। নাটক - ফিল্মে এমনকী কিছু বাণিজ্যিক পত্রিকায় টাকা ঢেলে কালো টাকা সাদা করা হল । রাজনৈতিক হত্যা, সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে গেল। মধ্যবিত্ত মানুষ শেয়ার কিনে দ্রুত ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে বাঁচতে হয়, টিকে থাকতে হয় তার কথা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উল্টোরথ যাত্রা তাই থেমে থাকে না। সমাজ - সংস্কৃতির বেপথু যাত্রার বিপরীতমুখীতে তার অবস্থান। এইভাবে আশির দশকেও প্রকাশ পেয়েছে বহু লিট্‌ল ম্যাগাজিন। অশনি, ধৃতরাষ্ট্র, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, তমসুক, ঋষমুখ, চিত্রকল্প, স াগরদীঘি, প্রতিদ্বন্দ্বী, কৃষ্ণাপ্রস্তর, জলপ্রপাত সাহিত্য, ইস্পাতের চিঠি, বিবর্ত, জনপদ, কার্তুজ, অমৃতলোক, কবিতাকথা, প্রচ্ছায়া, প্রতীতি, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, দ্বিব্রতী, পান্ডু, কালবেলা, ভগ্নাংশ, সাংস্কৃতিক, গঙ্গারিডি, সমসময়, গল্পপত্র, কবিতীর্থ, সমবেত আর্তনাদ, সাহিত্যদর্পণ, লেখক সমাবেশ, প্রথমত, আকরিক, ইন্ধন, জ্যোতির্বিষ, মানুষের বাচচা, সত্রেটিশ, কলম্পাস, সংবর্ত, কবিকৃতি, রক্তমাংস, এবং এই সময় আজকের যোধন, জলার্ক, বিতর্কিকা, উবুদশ, বনানী,

বর্তমান লোকায়তিক, খেয়ালী, সমুঢ় ব্যতিত্রম প্রভৃতি নানান লিট্‌ল ম্যাগাজিন।

এই সময়ের বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা গেল ঃ জলার্ক, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বর্তমান লোকায়তিক প্রভৃতিতে। ৮০ -এর দশকের কিছু কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে কিছু কাগজ বেরোচেছ। কবিতার কাগজ যেমন প্রচুর বেরোতে লাগল, পাশাপাশি গল্পের পত্র বেরোল জায়মান, শ্রীচরণেষু গল্পপত্র, গাঙ্গেয় প্রভৃতি। লেখকসমাবেশ দুবাংলার লেখকের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ পেল। বিতর্কিকা গ্রন্থপরিচয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে তুলে ধরল ছটি বিভিন্ন সংখ্যায়। এবং এই সময়, গঙ্গারিডি, বর্তমান লোকায়তিক প্রবন্ধের কাগজ হিসেবে, গুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। অমৃতলোক এই সময়ের একটি গুত্বপূর্ণ লিট্‌ল ম্যাগাজিন। সাংস্কৃতিক সমসময়, ডুলুং ও উবুদশ সমাজ সচেতন পত্রিকা হিসেবে দায়বদ্ধতার কাজ করা শু করল।

৯০ -এর দশক এখনও শেষ হয়নি। আর দু বছর পরেই আমরা পা দেব নতুন শতাব্দীতে। এখন জীবনযাত্রায় পালাবদল প্রতিমুহূর্তে। কম্পিউটার, টিভি, কেব্‌ল চ্যানেল, সেলুলার ফোন, ই-মেল, ইন্টারনেট যুক্ত করেছে ঝিায়নে। আধুনিক জীবন যাত্রার সঙ্গে আমরা ত্রমাগত জড়িয়ে যাচিছ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। রাজনৈতিক ধান্দাবাজি, দুর্বৃত্তায়ন বাড়ছে , বাড়ছে সামাজিক মূল্যবোধের অবনমন। সাহিত্যের সাধারণ পাঠক কমছে। লোক ছুটছে সহজসিদ্ধির উপায়ে।

এর মধ্য দিয়েই লিট্‌ল ম্যাগাজিন তার কাজ করে চলেছে। ৯০ -র দশকে উল্লেখযোগ্য যে সব কাগজ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি হল ইন্দ্রাণী সাহিত্য, বিবর্ত, চারণপর্ব, সাহিত্য বাগদ্রোণী, আজকের কাদম্বরী, তীব্রকুঠার, দিবারাত্রিরকাব্য, অনুবর্তন, ভূমধ্যসাগর, বিজল্প, অভিষেক সাহিত্যপত্র, চেতনা, এবং মুশায়েরা, উত্তরাধিকার (রায়গঞ্জ), তীব্রকুঠার, উত্তরাধিকার (বর্ধমান), ঋত্বিক, নবান্ন, সুন্দর, সৃজন, এই সহস্রধারা, জনপদ প্রয়াস, দাহপত্র, সমকণ্ঠ, দহন, লোককৃতি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বিহান, একালের রক্তকরবী, সেই সন্দীপন,পর্বসন্ধি, কালপ্রতিমা, দধীচি, মোনালিসা, টপকোয়ার্ক, গল্পসরণি, শ্রেয়ণ, হাওয়া ৪৯, কবিতা পাক্ষিক, পর্বান্তর, সংবর্তিকা, কবিতা দশদিনে, তিস্তা, তোর্সা, পদক্ষেপ, উত্তরপর্ব, প্রিয়শিল্প, স্রুতিস্রোত, মান্দস, পূর্বদেশ, লালন, আলোচনাচত্র, রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু, দৃষ্টি, উন্মেষ, এই রকম আরো অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিন। কবিতার পত্রিকা প্রচুর পরিমাণে বেড়েই চলেছে।

আজ লিট্‌ল ম্যাগাজিনে সঙ্কট ও সমস্যা নানাভাবেই। বিজ্ঞাপনের সমস্যা আছে, ভালো লেখা পাওয়ার সঙ্কট আছে। সমস্যা আছে বিত্রির উপযুক্ত স্টলের । গোষ্ঠী প্রবণতা বাড়ছে। কী শহর কী মফস্বল সাহিত্যে চলেছে দূষণ। পরিবেশ উমুক্ত নয়। সবাই এক হতে পারছে না। ফলে লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। নতুন লেখকের অন্বেষণ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রাথমিক কাজ। সেই অন্বেষণ সেভাবে কোথায় ! পরিকাঠামোর অভাবে কাজে থেকে যাচেছ ফাঁক। সম্পাদকের ভূমিকার চেয়ে সংকলকের ভূমিকাই বেশি। সংকলন করতেও পরিশ্রম লাগে, তার ছাপও অনেক সময় দেখি না ----শুধুই ছাপক -এর কাজ। সম্পাদকের যে দায় তা মুষ্টিমেয় পত্রিকার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। তারা নিজে হয়তো লেখেন না কিংবা কম লেখেন কিন্তু পত্রিকার জন্য পরিশ্রম করেন, চিন্তাভাবনা করেন। এইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিই যথার্থভাবে কাজ করে যাচেছ। অন্যদিকে, ছদ্মবেশী লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ভিড় কম নয়।

বহু পত্রিকাই বন্ধ হয়ে গেছে। অনুভব করি সেই অভাববোধ, কবিতা, কৃত্তিবাস, মধ্যাহ্ন, অগ্রণী, শতভিষা, সারস্বত, অনুক্ত, আনৃণ্য, সত্তর দশক, জানালা সত্তর, বিতর্কিকা, প্রস্তুবিপর্ব, লা পয়েজি, লালক্ষেত্র, অলিন্দ, কবি ও কবিতা, অন্বেষা, ময়ুখ, কালপুষ, ম্যানিফেস্টো, পরমা, পা, গাঙ্গেয়পত্র, গঙ্গোত্রী, অন্যদিন এরকম অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিন আর বেরোয় না----এ বড় বেদনার। কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পথ তো না থামার পথ ---- সে এক অনন্ত প্রাণধারা। শুধুমাত্র তা পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বহির্বঙ্গে ও বিদেশে প্রবাসী বাঙালিরা প্রকাশ করে চলেছেন লিট্‌ল ম্যাগাজিন।
এইভাবেই প্রকাশ পাচেছ কানপুর খেয়া, দূরের খেয়া, একা এবং কয়েকজন, মুকুল, সাহিত্য, পূর্বাদেশ, মায়মেঘ,

মধ্যবলয়, পদক্ষেপ, লালন, উচেতা, একুশ শতক, কালিমাটি, কৌরব, খনন, মাজুলি, বনভূমি, বীজপত্র, উত্তরাপথ, উত্তরদেশে, সাগরপারে, শঙ্খ, অতলান্তিক, আন্তরিক প্রভৃতি লিট্‌ল ম্যাগাজিন ভাবনা।
পরিশেষে যে কথা বলার তা হল বর্তমান নিবন্ধে যে - সমস্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নাম করা হল, স্বাভাবিকভাবেই তার বাইরে থেকে গেল আরও অনেক নাম, সেকথা সঙ্কোচের সঙ্গেই স্বীকার করি। যেহেতু নামতালিকা দেওয়াই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, সেহেতু অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রবহমান কর্মধারা। এর যেন শেষ নেই। এক পত্রিকা কাজ শেষ করে, আর এক পত্রিকা কাজ শু করে ------এ এক অনন্ত যাত্রা। এ যুদ্ধযাত্রা সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিকতা, স্থবিরতার বিদ্ধে, সমস্তরকম লোভ - প্রলোভনের বিপরীত মেতে তার অবস্থান। লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশের মধ্যেই থাকে জাতির হৃদস্পন্দন --- আজকের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বুঝতে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সৃজনশীল ধারাকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, নারীবাদ, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, লোকসমাজ - সংস্কৃতি, চলচিচত্র, নাটক , সঙ্গীত, চিত্রস্থাপত্য, ব্বিসাহিত্য, সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতিফলন বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে আলোকিত করে চলেছে। মন ও মননের, বোধ ও বোধির, চেতনা ও চৈতন্যের আলোকদীপ্ত লিট্‌ল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্যের ঐর্য, বাংলা সাহিত্যের গর্ব।

তথ্যকেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮